আদি-মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ব্যবসা বানিজ্য সম্পর্কে যা জান লেখ (Write a short note on trade and commerce in early-medieval India)

আদি-মধ্যযুগের অর্থনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে রামশরণ শর্মা, বি এন এস যাদব, রমেন্দ্র নাথ নন্দী, ডি এন ঝা প্রমুখের বিশ্লেষণের সাথে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, কীর্তীনারায়ন চৌধুরী প্রমুখের বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য সমকালীন বানিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। শর্মা প্রমুখ গবেষকদের মতে সপ্তম থেকে একাদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালে সার্বিক স্তরে ভারতে বানিজ্যের ধারা ছিল অতি ক্ষীণগতিসম্পন্ন । পক্ষান্তরে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষকদের মতে এই সময়পর্বে ভারতের বানিজ্যের পরিমান কিছুটা দুর্বল হলেও তাকে নগন্য বলা যায় না। এখন সাম্প্রতিক তথ্য ও গবেষণার আলোকে দেশীয় ও বৈদেশিক বানিজ্য ধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে এযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃত বানিজ্যিক চরিত্রের স্বরূপ।

উত্তর ভারতঃ

ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকে যে শিল্প ও বানিজ্য চালু ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণ ও পেরিপ্লাস থেকে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Markets And Merchants in Early Medieval Rajastan' শীর্ষক প্রবন্ধে মধ্যভারতের বিভিন্ন বানিজ্যকেন্দ্র ও বনিকদের ব্যস্ততার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ও সমৃদ্ধ বানিজ্যের কথা বলেছেন। এ বিষয়ে রণবীর চক্রবর্তীর 'মন্ডপিকাঃ আদি-মধ্যযুগে উত্তর ভারতের স্থানীয় বানিজ্যকেন্দ্র' উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর মতে খ্রীষ্টীয় ৬০০ অব্দের আগে বানিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মন্ডপিকার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই অনুমান করা যায় যে স্তম্ভযুক্ত আচ্ছাদিত মন্ডপ বা মন্ডপিকা বানিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আদি-মধ্যযুগেই গড়ে উঠেছিল। চট্টোপাধ্যায় ৬৪৪-১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে উৎকীর্ণ চব্বিশটি লেখ বিশ্লেষণ করে বারোটি মন্ডপিকা বা বারোটি হাটের (হট্ট) অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। বানিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জৈন লেখক সোমদেব সুরির লেখা বই থেকে।

দক্ষিন ভারতঃ

উত্তর ভারতের মন্ডপিকার মত দক্ষিন ভারতের বানিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নগরম্ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেনেথ হল চোল আমলের লেখমালা থেকে এরকম তেত্রিশটি বানিজ্যকেন্দ্রের নাম উদ্ধার করেছেন। তাঁর মতে একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্রতিটি নাড়ুতে একটি করে নগরম্ থাকত। কেনেথ হল দক্ষিন ভারতে স্থলবানিজ্যের বৃহত্তর কেন্দ্র হিসেবে 'এরিবীর পট্টিনম' নামক কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন।

আভ্যন্তরীণ বানিজ্য চলত প্রধানত স্থলপথে। কিয়তানের চৈনিক বিবরণ (৭৮৫-৮০৫) থেকে জানা যায় যে কামরূপ থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে পূর্ব ভারতের মধ্যস্থল মগধে পৌছানো যেত। কনৌজের সাথে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিন ভারতের স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। আলবেরুণীর বিবরণ থেকেও কনৌজের সাথে সুদূর কামরূপ, কাশ্মীর ও নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের স্থলপথে যোগাযোগের প্রমান পাওয়া যায়।

বৈদেশিক বানিজ্যঃ

আদি-মধ্যযুগেও যে বৈদেশিক বানিজ্য সজীব ছিল তার বহু তথ্য পাওয়া যায়। সমকালীন লেখমালা, পর্যটকদের বিবরণী, মুদ্রা ইত্যাদির ভিত্তিতে চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্তী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এই যুগেও ভারতে ব্যবসা বানিজ্য টিকে ছিল। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী তাঁর 'Trade in Early India' (2000) গ্রন্থে আদি-মধ্যযুগে ভারতের বৈদেশিক বানিজ্য এবং বিশেষ ভাবে কোঙ্কন উপকূলের বানিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জর্জ হৌরানী ভারত মহাসাগরে আরব বনিকদের কার্যকলাপের উপর গবেষণা করে বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে আরব বনিকরা দূরপাল্লার সমূদ্র বানিজ্যে অংশ নিয়ে চীন পর্যন্ত চলে যেতেন । চৈনিক বিবরণীতে পো-সো এবং তা-সি নামক জাহাজের উল্লেখ আছে। কীর্তিনারায়ন চৌধুরীরর মতে অষ্টম শতকের আগে পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া থেকে রওনা হয়ে বানিজ্য জাহাজগুলি চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত চলাচল করত।

সমকালীন আরব লেখকদের বর্ণনা থেকেও আদি-মধ্যযুগ আন্তর্জাতিক সমূদ্র বানিজ্যে ভারতের এবং বিশেষ ভাবে পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির অংশগ্রহনের তথ্য সমর্থিত হয়। আরব লেখকরা কামকাম দেশের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। তাঁরা এই অঞ্চলটিকে বালহারা শাসক গোষ্ঠীর অধীন বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের তাম্রশাসনে (৯২৬ খ্রীঃ) স্বীকার করা হয়েছে যে তাঁর পিতা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে আরব বনিকরা কোঙ্কন উপকূলের বন্দর গুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। আল্ মাসুদীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে দশম শতকে চৌল বন্দরে আরব বনিকদের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল।

দশম শতকের মধ্যভাগে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতের সমূদ্র বানিজ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই সময় লোহিত সাগরের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। কোঙ্কনের বন্দরগুলির পরিবর্তে মালাবার উপকূলের বন্দরগুলির বানিজ্যিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কারণ এডেন থেকে জাহাজগুলি খুব সহজে এবং কম সময়ে কুইলন, কালিকট, ম্যাঙ্গালোর, গোয়া, বারকুর ইত্যাদি বন্দরে উপস্থিত হতে পারে।

আদি-মধ্যযুগে পূর্বভারতে এবং নির্দিষ্টভাবে বঙ্গদেশের বানিজ্যচিত্রে নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠ থকে সপ্তম শতকে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের সাথে পূর্বভারতের বানিজ্য যোগাযোগের অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত বন্দর। চোল রাজাদের আমলে দক্ষিন ভারতের করমন্ডল উপকূল দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সাথে বানিজ্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি পায়। ডঃ রোমিলা থাপার লিখেছেন যে, চোল বনিকরা বহির্বানিজ্যে বেশি উৎসাহী ছিলেন। পারস্য, আরবদেশ ও চীনের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরব ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি আমদানী করত উন্নতমানের ঘোড়া। দক্ষিন ভারত থেকে বস্ত্র, ভেষজ, মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত, আবলুস কাঠ, কর্পুর চীনে রপ্তানি হত।